Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বালা মুসিবতে ধৈর্য ধারনের গুরুত্ব ও ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফারজানা আক্তার

রোলঃ 216022099

৩০ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বালা মুসিবতে ধৈর্য ধারনের গুরুত্ব ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফারজানা আক্তার

রোলঃ 216022099

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "বালা মুসিবতে ধৈর্য ধারনের গুরুত্ব ও ফজিলত" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ফারজানা আক্তার, আইডিঃ 216022099 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " বালা মুসিবতে ধৈর্য ধারনের গুরুত্ব ও ফজিলত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

فرجانة

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ মে, ২০২৪ ইং

ফারজানা আক্তার

আইডিঃ 216022099

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 5

সবর-এর পরিচয় (تعريف الصبر)..5

পরিভাষায় সবর 6

সবরের শাখাসমূহ (انواع الصبر) 7

বালা মুসিবতে ধৈর্য ধারনের গুরুত্ব ও ফজিলত 15

সবরের প্রয়োজনীয়তা..18

আল্লাহ তাআলা মুমিনকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন 21

রিযিকের অভাবে বিষন্ন না হওয়া..26

দুশ্চিন্তা করবেন না 27

সংকটে বিচলিত না হওয়া 29

একটুখানি ভেবে দেখি..33

ভূমিকা

সবর বা ধৈর্য মানুষের নৈতিক চরিত্রের এক মহৎ গুণ। ধৈর্যের ফল সর্বদা মিষ্টি হয়। ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে বিভিন্ন কারণে মানুষকে নানা রকম বিপদাপদের মোকাবিলা করতে হয়। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে বিভিন্ন রকমের বালা-মুসিবত, দুঃখ-কষ্ট, রোগ-শোক ও অভাব-অনটন ইত্যাদির মাধ্যমে পরীক্ষা করে থাকেন। আবার তিনি মানুষকে সুখ-সমৃদ্ধি, অর্থ-বিত্ত, ধন-সম্পদ দিয়েও পরীক্ষা করে থাকেন। যাঁরা এ পরীক্ষাকে সবরেব সহিত মুকাবিলা করতে থাকেন তারাই সফলকাম হন। আর পরীক্ষাকালীন সময়ে ধৈর্যচ্যুতি ঘটলেই ফলাফল অশুভ হতে বাধ্য। তাই মানব জীবনে সবরের গুরুত্ব অপরিসীম।

আখলাকে হাসানার মধ্যে সবর বা ধৈর্য অন্যতম। এটি উত্তম চরিত্রের মহৎ গুণ। ধৈর্যশীল ব্যক্তি ছাড়া পৃথিবী ও পরকালে কেউ সফল হতে পারেন না। পৃথিবীতে চলতে-ফিরতে, উঠতে-বসতে ও মু'আমালাতে ধৈর্যের কোনো বিকল্প নেই। ধৈর্যশীল ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত ভালোবাসেন।

সবর-এর পরিচয় (تعريف الصبر)

সবর (الصبر) আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ হলো ধৈর্য, ধীরতা, স্থিরতা, সহিষ্ণুতা, বিরত থাকা, সংযত হওয়া, মেনে নেওয়া, বাধ্য হওয়া, সংযমশীল হওয়া, নাফসের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ করা ইত্যাদি।[১]

আহমাদ ইবনু মুহাম্মদ আল-ফাইয়ূমী বলেন,

الصبر : حبست النفس عن الجزع.

আস্ সবর শব্দের অর্থ বিচলিত, বিরত রাখা।[২]

পরিভাষায় সবর

ইসলামী শরিয়তের পরিভাষায় সবর হলো, বিপদ-আপদ ও দুঃখ-কষ্টে বিচলিত না হয়ে এবং আনন্দ ও সুখে আত্মহারা না হয়ে অটল ও স্থিরভাবে ইসলাম প্রদর্শিত পথে দৃঢ়পদে চলতে থাকা। সাইয়্যেদ শরীফ আল-জুরজানী (রাহিমাহুল্লাহ) (মৃত : ৮১৬ হি.) বলেন,

الصبر : هو ترك الشكوي من الم البلوي لغير الله لا الي الله.

সবর হলো গায়রুল্লাহ অর্থাৎ-আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারও জন্য বিপদ-ব্যথার অভিযোগ থেকে বিরত থাকা। তবে আল্লাহর নিকট অভিযোগ করা যাবে। [৩]

মুহাম্মদ 'আলী থাহানুভী (রাহিমাহুল্লাহ) (মৃত : ১৫৫৮ হি.) বলেন, সবর হলো আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারও নিকট অভিযোগ না করা।[৪]

রাগিব আল-ইস্পাহানী (রাহিমাহুল্লাহ) (মৃত : ৫০২ হি.) বলেন, যুক্তিসঙ্গত বিষয়ে মনকে লেগে রাখা, শরিয়তে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ভিন্নতার কারণে এর অর্থের ভিন্নতা রয়েছে। বিপদের ক্ষেত্রে শুধু সবর, শত্রুর মুকাবিলায় বীরত্ব, নিষিদ্ধ বস্তুর ক্ষেত্রে সমতা এভাবে এর নামকরণ করা হয়। [৫]

সবরের শাখাসমূহ (انواع الصبر)

শায়খুল হাদীস আল্লামা ইবনু তাইমিয়্যাহ্ বলেন, সবরের শাখা-প্রশাখা হলো তিনটি। যথা-

১. (الصبر علي الطاعة) আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (ﷺ) যে সমস্ত কাজের হুকুম করেছেন, সেগুলোর অনুবর্তিতা করা মনের উপর যত কঠিনই হোক না কেন, তাতে মনকে স্থির করা।

২. (الصبر عن المعاصي) যে সমস্ত বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ) নিষেধ করেছেন, সেগুলো নাফসের জন্য যত আকর্ষণীয় হোক না কেন, তা থেকে নাফসকে বিরত রাখা।

৩. (الصبر علي المصائب) বিপদাপদ ও কষ্টের সময় ধৈর্যধারণ করা। দুঃখ-কষ্ট ও সুখ-শান্তিকে আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত মনে করা ও বিশ্বাস করা।

নিম্নে আমরা উল্লেখিত শাখাসমূহের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করব।

প্রথম শাখা : নাফস্কে মহান আল্লাহর 'ইবাদতে ও আনুগত্যে বাধ্য করা আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনুল কারীমে বলেন,

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَأْتِيَكَ الْيَقِيْنُ

"আর মৃত্যু আসা পর্যন্ত তুমি তোমার প্রভুর 'ইবাদত করতে থাকো।"

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের জীবন থাকা পর্যন্ত তাঁর 'ইবাদত-বন্দেগী করতে বলেছেন। আর 'ইবাদত করতে হবে কেবলমাত্র আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর প্রিয় রাসূল (ﷺ)-এর দেখানো আদর্শের ভিত্তিতে। অন্য কোনো মতের-পথের বা নাফসের চাহিদা অনুযায়ী 'ইবাদত গৃহীত হবে না। সচরাচর মানুষের আত্মা নিয়ম মেনে কাজ করতে চায় না। 'ইবাদত কম-বেশি কষ্টের কাজ। কোনো কোনো 'ইবাদতে আছে দৈহিক ও অর্থ ব্যায়ের মানসিক যাতনা। যেমন শীতকালে ঠাণ্ডাপানিতে ওযূ করার কষ্ট, ভোরে সুখের নিদ্রা ত্যাগ করে সলাতের জন্য জাগ্রত হওয়ার কষ্ট, রমাযান মাসে টানা সিয়াম পালনের কষ্ট, দুনিয়াবী কাজের ব্যস্ততার সময় আযানের সুর শুনে মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত গমনের কষ্ট বরণ করে নেয়া একজন মানুষের পক্ষে সত্যিই অনেক কষ্টের ব্যাপার। আর এ সমস্ত বিষয়ে নিজের প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় না দিয়ে মহান আল্লাহর নির্দেশ যথাযথভাবে পালনের জন্য আত্মাকে বাধ্য করা একান্ত কর্তব্য।

‘ইবাদতের মূল লক্ষ্য হলো একমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। অতএব লোক দেখানো কিংবা অন্য কোনো পার্থিব স্বার্থ চরিতার্থকরণের উদ্দেশ্যে যতই মহা-উত্তম কাজ মানুষ করুক না কেন, তা কখনো ‘ইবাদতে পরিগণিত হবে না। কারণ কোনো ভালো কাজ ‘ইবাদতের মধ্যে গণ্য হওয়ার জন্য পরিশুদ্ধ নিয়তের প্রয়োজন। কেননা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ (رضي) عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) يَقُوْلُ إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ.

সকল ‘আমল নিয়ত অনুযায়ী গৃহীত হয়। অতএব কষ্ট করে সবর করে আমরা যে ‘ইবাদত করার চেষ্টা করি তার নিয়ত যেন পরিশুদ্ধ হয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর নির্দেশিত পন্থায় তা যেন হয় নচেৎ সমস্ত ‘আমল নষ্ট হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় শাখা : মহান আল্লাহর নাফরমানি বা অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকা পাপ কাজের ক্ষেত্রে সবরের প্রয়োজন অত্যধিক। সচরাচর মানুষকে যে জিনিস থেকে নিষেধ করা হয়, মানুষ ঐ জিনিসের প্রতি বেশি আগ্রহী হয়। এটি মানুষের মজ্জাগত দোষ। অন্যদিকে যত নিষিদ্ধ জিনিস আছে শয়তান ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা এগুলোকে মানুষের নিকট আরো বেশি আকর্ষণীয় করে তোলে। মানুষ নিষিদ্ধ কাজ করে বেশি আনন্দ পায়। পৃথিবীতে মানুষকে পদে পদে পাপের প্রতি প্রলুব্ধ করা হয়। প্রচুর টাকা-পয়সা, বাড়ি-গাড়ির লোভে পড়ে মানুষ পাপ কাজে জড়িয়ে পড়ে। নাফসকে প্রতিটা মুহূর্তে টেনে ধরতে হয়। সংগ্রাম করতে হয় সারাক্ষণ। এ কারণেই যাবতীয় হারাম ও নিষিদ্ধ চিত্তবিনোদন, সুদ, ঘুষ প্রভৃতি থেকে নিজেকে বাঁচাতে প্রচুর সংযম ও সবরের প্রয়োজন।

বর্তমান সময়ে এ প্রকারের সবর যে কত বেশি প্রয়োজন তা সহজেই অনুমান করা যায়। রাস্তা-ঘাট, হাঁট-বাজার, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান ও টিভির পর্দা রিপু ও কামনা উদ্দীপক বিচিত্র উপাদানে পরিপূর্ণ। মানুষ সামাজিক মু'আমালাতে কত যে শরিয়াহ বিরোধী কাজে জড়িয়ে পড়ে তার কোনো ইয়ত্তা নেই। তাই এ ফিতনাময় সমাজে ঈমান রক্ষার তাগিদে মু'মিনের প্রথম কর্তব্য হলো তাক্বওয়া ও সবরের এ শাখাকে অনুশীলন করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى

"যে ব্যক্তি তাঁর মালিকের সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করেছে এবং নিজের নাফসকে কামনা-বাসনা থেকে বিরত রেখেছে, অবশ্যই জান্নাত হবে তার ঠিকানা।"[৬]

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য পবিত্র কুরআনে যে চারটি বেশিষ্ট্যের অধিকারী হতে বলেছেন তার মধ্যে সবরের উপদেশ পরস্পর প্রদান করা। অল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝

যুগের কসম, নিশ্চয় মানবজাতি ক্ষতির মধ্যে। কিন্তু তারা নয় যারা বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীল, মানুষকে সত্যের উপদেশ প্রদাণকারী এবং সবর বা ধৈর্যধারণের উপদেশ প্রদানকারী।[৭]

সবরের এ শাখাকে ব্যপক চর্চা করা জরুরি। এ ব্যাপারে রাষ্ট্রকে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। জ্ঞানী, গুণী, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ প্রমুখ সচেতন ব্যক্তিবর্গকে ধর্মীয় শিক্ষার প্রসার ঘটানোর ইচ্ছা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। তবেই এর সঠিক ব্যবহার করা সম্ভব হবে।

তৃতীয় শাখা : মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বিপদ-আপদ ও ঈমানী পরীক্ষায় ধৈর্যধারণ করা পৃথিবীতে মানুষকে বেঁচে থাকতে হলে হাজারো বিপদ-আপদ, বালা-মসিবতের সম্মুখীন হতে হয়। পদে—পদে তাকে দুঃখ-কষ্ট, ভয়-ডর, রোগ-শোক, ক্ষুধা-দারিদ্র্য প্রভৃতির মুকাবিলা করতে হয়। আল্লাহ তা'আলার দেয়া এ সকল বিপদ-আপদে সবর করতে হয়। কেননা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বান্দার জন্য পরীক্ষা। বান্দাগণ যখন এ সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন তখন আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে পুরস্কৃত করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ

“আমি তোমাদেরকে ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষয়ক্ষতির দ্বারা অবশ্যই পরীক্ষা করবো। আর তুমি শুভ সংবাদ দাও ধৈর্যশীলদের।”[৮]

আরেক আয়াতে মহান রাব্বুল আলামিনের ঘোষণা-

لَتُبْلَوُنَّ فِيْٓ اَمْوَالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ وَ لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ مِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا اَذًى كَثِيْرًا وَ اِنْ تَصْبِرُوْا وَ تَتَّقُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ.

তোমরা তোমাদের জান-মালের ক্ষেত্রে অবশ্যই পরীক্ষার মুখোমুখি হবে আর তোমরা আহলে কিতাব ও মুশরিকদের পক্ষ থেকে অনেক পীড়াদায়ক কথা শুনবে। তোমরা যদি সবর ও তাকওয়া অবলম্বন কর, তাহলে অবশ্যই তা বড় হিম্মতের কাজ। [৯]

বোঝা গেল, বিপদ আসবেই। পবিত্র কুরআনের এ দ্ব্যর্থহীন ঘোষণায় তো সন্দেহের অবকাশ নেই। পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হবে জীবনের নানা ক্ষেত্রে, নানা ধরনে। সেই পরীক্ষায় সফল হওয়ার মূলমন্ত্রও ঘোষিত হয়েছে পাক কুরআনেই। সফলতার সেই মূলমন্ত্রের নামই সবর বা ধৈর্যধারণ। বিপদ যেমনই হোক, বিপদ তো বিপদই। কেউ যখন বিপদে পড়ে, তা ছোট-বড় যাই হোক, সে বিপদের মর্ম সে-ই বুঝে। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তিটি যদি কোনো দুর্ঘটনায় আকস্মিক মৃত্যুবরণ করে তাহলে তার পরিবারের জন্যে তা যেমন মহাবিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তেমনি নামায শেষে মসজিদ থেকে বের হয়ে পুরনো জুতাটি জায়গামতো না পাওয়াও একটি বিপদ। প্রথমটির তুলনায় দ্বিতীয়টি নগণ্য, কিন্তু সময়মতো এই এক জোড়া পুরনো জুতা না পাওয়া যে কত সংকটের সৃষ্টি করতে পারে তা ভুক্তভোগীই অনুভব করতে পারেন। ছোট-বড় সকল সংকটে মুমিন বান্দার মুখ থেকে তাই উচ্চারিত হয়- ইন্না-লিল্লাহ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষাও কত বিস্তৃত দেখুন, তিনি বলেছেন,

إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلْيَسْتَرْجِعْ، فَإِنَّهُ مِنَ الْمَصَائِبِ.

যখন তোমাদের কারও জুতার ফিতা ছিঁড়ে যায় তখনো তোমরা ‘ইন্না-লিল্লাহ’ পড়ো। কেননা এটাও একটা বিপদ। [১০]

যে কোনো রকম বিপদে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে ইন্না-লিল্লাহ পড়া- পবিত্র কুরআনের ভাষায় এটি ধৈর্যশীলদের পরিচায়ক-

الَّذِيْنَ اِذَاۤ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ ۙ قَالُوْۤا اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّاۤ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ.

যারা যে কোনো রকম বিপদে আক্রান্ত হলে বলে ‘ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন- সন্দেহ নেই, আমরা আল্লাহরই, আর আমরা তো তাঁর কাছেই ফিরে যাব।’ [১১]

আল্লাহ তা‘আলা মানুষকে পৃথিবীর সেরা সৃষ্টিজীব হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। কোনো কোনো মানুষকে তিনি ঐশ্বর্য, উচ্চ পদমর্যাদা, নেতৃত্ব, সুন্দর স্বাস্থ্য ও বিভিন্ন পরীক্ষার সম্মুখীন করেন। অন্যদিকে কেউ কেউ অক্লান্ত পরিশ্রম করেও তেমন কোনো সাফল্য অর্জন করতে পারেন না; বরং তারা অল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে বিভিন্ন পরীক্ষার সম্মুখীন হচ্ছেন। আল্লাহ তা‘আলা তাদের বিপদ-আপদ, বালা-মুসিবত, অভাব-অনটন, অসুখ-বিসুখ দিয়ে পরীক্ষা করেছেন বিভিন্ন সময়ে। এর দ্বারা তিনি যাচাই-বাছাই করে নেন কে তাকে বেশি ভালোবাসেন। আর কে তার নিকট থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। যারা এ কঠিন অবস্থায় তার নিকট থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত, লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়েছে। এ ধরণের ধৈর্যহারা ব্যক্তি, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কোনো কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখতে পারে। ফলে তাদের কাজে জটিলতা বৃদ্ধি পায়, পারস্পরিক সম্পর্ক তিক্ত হয়। এ কারণে যে কোনো কাজে আল্লাহ তা‘আলার সাহায্য পেতে হলে ধৈর্য অবলম্বনের মাধ্যমে তাঁর নিকট সাহায্য চাইতে হবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ

“হে মু’মিনগণ, তোমরা ধৈর্য ও সলাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।[১২] ” রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

عَنْ صُهَيْبٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ): عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ، صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ

সুহায়ব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, মু’মিনের কার্যকলাপ আশ্চর্যজনক। প্রতিটি কাজই তার জন্য কল্যাণকর। মু’মিন ছাড়া অন্য কারো জন্য এই সৌভাগ্য হয় না। সুখকর কিছু প্রাপ্ত হলে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে যা তার জন্য কল্যাণকর। আর কোনো দুঃখ-কষ্টে পতিত হলে ধৈর্যধারণ করে, তাও তার জন্য কল্যাণকর।[১৩]

১. আল মু‘জামুল ওয়াসীত-পৃ. ৫০৬; আল মুনজিদ ফিল লুগাহ ওয়াল আ‘লাম- প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪১৪; আরবী বংলা ব্যবহারিক অভিধান-চতুর্থ সংস্করণ (রিয়াদ প্রকাশনী, ঢাকা, মার্চ, ২০০২ খ্রি.), পৃ. ৪৪৬।

২.আল মিসবাহুল মুনীর—-প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৯৫।

৩.আল কামুসুল ফিকহী-সা‘দী আবূ জাইয়্যেব, পৃ. ২০৬।

৪.আল মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন-পৃ. ২৭৭।

৫.সূরা আল হিজর : ৯৯।

৬.সূরা আন্ নাযি'আত : ৪০—৪১।

৭.সূরা আল 'আসর : ১-৩।

৮.সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৫৫।

৯.সূরা আলে ইমরান (৩) : ১৮৬

১০.শুআবুল ঈমান, বায়হাকী, হাদীস ৯২৪৪; মুসনাদে বাযযার, হাদীস ৩৪৭৫

১১.সূরা বাকারা (২) : ১৫৬

১২.সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৫৩।

১৩.সহীহ মুসলিম-হা. ২২৭।

(সংগৃহিত সাপ্তাহিক আরাফাত পত্রিকা মাসিক আল কাউসার)

বালা মুসিবতে ধৈর্য ধারনের গুরুত্ব ও ফজিলত

মানুষের জীবনে সবর বা ধৈর্যধারণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। দুনিয়া ও পরকালে সবরের নেয়ামতও অনেক বেশি। তাই জীবনে বিপদ-মুসিবত নেমে এলে অস্থিরতা প্রকাশ না করে ধৈর্যধারণ করাই উত্তম। আর তাতে আল্লাহর কাছে পাওয়া যাবে অনেক প্রতিদান।

জগৎ বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম আহমদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, 'আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারিমের নব্বই স্থানে সবর সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।' হাদিসে পাকে সবরকে জ্যোতি বা আলো বলা হয়েছে।

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, 'সবরকে আমরা আমাদের জীবন-জীবিকার সর্বোত্তম মাধ্যম হিসেবে পেয়েছি।' (বুখারি)

হযরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'ঈমানের ক্ষেত্রে সবরের উদাহরণ হল দেহের মধ্যে মাথার মত।' এরপর উঁচু আওয়াজে তিনি বললেন, 'যার ধৈর্য নাই তার ঈমান নেই।'

হযরত আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'আল্লাহ তাআলা ধৈর্যের চেয়ে উৎকৃষ্ট এবং ব্যাপকতর দান কাউকে দেননি।' (আবু দাউদ)

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন-'আল্লাহর নির্দেশ ব্যতিত কোনো বিপদ আসে না আর যে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে তিনি তাঁর অন্তরকে সঠিক পথের সন্ধান দেন।' (সুরা তাগাবুন : আয়াত ১১)

যেসব ক্ষেত্রে সবর করতে হবে তা অনেকেই জানেন না। তিনটি বিষয়ের ওপর সবর করতে হবে। তা হলো-- আল্লাহ তা'আলার আদেশের উপর সবর করা।- আল্লাহ তাআলার নিষেধের উপর সবর করা।- বিপদাপদে সবর করা।

আয়াতের মর্মার্থ-- আল্লাহ তা'আলা যার অন্তরকে সঠিক পথের সন্ধান দেন; সে হল ওই ব্যক্তি যে বিপদে পড়লে বিশ্বাস করে যে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। ফলে বিপদে পড়েও সে খুশি থাকে এবং সহজভাবে তাকে গ্রহণ করে।'- 'যে ব্যক্তি বিপদে পড়লে বিশ্বাস রাখে যে, এটা আল্লাহর ফায়সালা মোতাবেক এসেছে। ফলে সে সবর করার পাশাপাশি পরকালে এর প্রতিদান পাওয়ার আশা রাখে এবং আল্লাহর ফয়সালার কাছে আত্মসমর্পণ করে; আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। আর দুনিয়ার যে ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে তার বিনিময়ে তিনি তার অন্তরে হিদায়াত এবং সত্যিকার মজবুত বিশ্বাস দান করেন। যা নিয়েছেন তার বিনিময় দান করবেন।'- 'যে ব্যক্তি ঈমান আনে আল্লাহ্ তা'আলা তার অন্তরকে হিদায়াত দেন।'- এর অর্থ হলো- সে কোনো ক্ষয়-ক্ষতি ও বিপদের সম্মুখীন হলে বলে 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' অর্থাৎ আমরা আল্লাহর জন্যই আর তাঁর কাছেই ফিরে যাব।'

মানুষের জীবনে সবর বা ধৈর্যধারণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। দুনিয়া ও পরকালে সবরের নেয়ামতও অনেক বেশি। তাই জীবনে বিপদ-মুসিবত নেমে এলে অস্থিরতা প্রকাশ না করে ধৈর্যধারণ করাই উত্তম। আর তাতে আল্লাহর কাছে পাওয়া যাবে অনেক প্রতিদান।

জগৎ বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম আহমদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, 'আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারিমের নব্বই স্থানে সবর সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।' হাদিসে পাকে সবরকে জ্যোতি বা আলো বলা হয়েছে।

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, 'সবরকে আমরা আমাদের জীবন-জীবিকার সর্বোত্তম মাধ্যম হিসেবে পেয়েছি।' (বুখারি)

হযরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'ঈমানের ক্ষেত্রে সবরের উদাহরণ হল দেহের মধ্যে মাথার মত।' এরপর উঁচু আওয়াজে তিনি বললেন, 'যার ধৈর্য নাই তার ঈমান নেই।'

হযরত আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'আল্লাহ তাআলা ধৈর্যের চেয়ে উৎকৃষ্ট এবং ব্যাপকতর দান কাউকে দেননি।' (আবু দাউদ)

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন-'আল্লাহর নির্দেশ ব্যতিত কোনো বিপদ আসে না আর যে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে তিনি তাঁর অন্তরকে সঠিক পথের সন্ধান দেন।' (সুরা তাগাবুন : আয়াত ১১)

যেসব ক্ষেত্রে সবর করতে হবে তা অনেকেই জানেন না। তিনটি বিষয়ের ওপর সবর করতে হবে। তাহলো-- আল্লাহ তাআলার আদেশের উপর সবর করা।- আল্লাহ তাআলার নিষেধের উপর সবর করা।- বিপদাপদে সবর করা।

আয়াতের মর্মার্থ-- আল্লাহ তাআলা যার অন্তরকে সঠিক পথের সন্ধান দেন; সে হল ওই ব্যক্তি যে বিপদে পড়লে বিশ্বাস করে যে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। ফলে বিপদে পড়েও সে খুশি থাকে এবং সহজভাবে তাকে গ্রহণ করে।'- 'যে ব্যক্তি বিপদে পড়লে বিশ্বাস রাখে যে, এটা আল্লাহর ফায়সালা মোতাবেক এসেছে। ফলে সে সবর করার পাশাপাশি পরকালে এর প্রতিদান পাওয়ার আশা রাখে এবং আল্লাহর ফয়সালার কাছে আত্মসমর্পণ করে; আল্লাহ তাআলা তার অন্তরকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। আর দুনিয়ার যে ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে তার বিনিময়ে তিনি তার অন্তরে হেদায়েত এবং সত্যিকার মজবুত বিশ্বাস দান করেন। যা নিয়েছেন তার বিনিময় দান করবেন।'- 'যে ব্যক্তি ঈমান আনে আল্লাহ তার অন্তরকে হেদায়েত দেন।'- এর অর্থ হলো- সে কোনো ক্ষয়-ক্ষতি ও বিপদের সম্মুখীন হলে বলে 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' অর্থাৎ আমরা আল্লাহর জন্যই আর তাঁর কাছেই ফিরে যাব।'

সবরের প্রয়োজনীয়তা

মানুষের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণের প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি। মুমিনের প্রতিটি পদক্ষেপে ধৈর্যের প্রয়োজন। আল্লাহর নির্দেশের সামনে ধৈর্যের প্রয়োজন। আল্লাহর পথে দাওয়াতের ক্ষেত্রে ধৈর্যের প্রয়োজন। কারণ এ পথে নিজেকে পরিচালিত করলে অনেক বেশি কষ্ট-বিপদের মুখোমুখি হতে হয়। **আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন**-

-ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ'

অর্থঃআপন পালনকর্তার পথের প্রতি আহবান করুন জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উপদেশ শুনিয়ে উত্তমরূপে এবং তাদের সঙ্গে বিতর্ক করুন উত্তম পন্থায়। নিশ্চয়ই আপনার পালনকর্তাই ওই ব্যক্তি সম্পর্কে বিশেষভাবে জ্ঞান রাখেন, যে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে এবং তিনিই ভাল জানেন তাদেরকে, যারা সঠিক পথে আছে।' **(সুরা নাহল : ১২৫)-**

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرينَ

অর্থঃআর যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তবে ঐ পরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করবে, যে পরিমাণ তোমাদের কষ্ট দেয়া হয়। যদি ধৈর্যধারণ কর, তবে তা সবরকারীদের জন্যে উত্তম।' **(সূরা নাহল)**

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّ بِاللّهِ وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ

অর্থঃআর আপনি সবর করবেন। আপনার সবর আল্লাহর জন্য অন্য কারও জন্য নয়; তাদের জন্যে দুঃখ করবেন না এবং তাদের চক্রান্তের কারণে মন ছোট করবেন না।' **(সুরা নাহল : আয়াত ১২৭)**

দুনিয়াতে দ্বীন কায়েম তথা সত্যের পথে চলতে গেলে চরম ধৈর্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। বিপদ-আপদের সময় ধৈর্যধারণ সম্পর্কে ছেলেকে উপদেশ দিয়েছেন হজরত লোকমান। **কুরআনে এসেছে**

-يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

হে ছেলে! নামাজ প্রতিষ্ঠা করবে, সৎকাজে আদেশ দেবে, মন্দকাজে নিষেধ করবে আর বিপদাপদে সবর করবে। নিশ্চয়ই এটা সাহসিকতার কাজ।' **(সুরা লোকমান : আয়াত ১৭)**

সুতরাং নানাবিধ বিপদ-মুসিবত, কষ্ট ও জটিলতার সামনে মুমিনের ধৈর্যের প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি। তাই দুনিয়াতে যত সংকটই আসুক না কেন; মনে করতে হবে এসব আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। বিপদকে হালকাভাবে মেনে নেয়া, বিপদে আল্লাহর প্রতি খুশি থাকাও ঈমানের অগ্নি পরীক্ষা।

সবর করার সময় কোনাভাবেই ক্ষোভ, হতাশা ও অস্থিরতা প্রকাশ করা যাবে না। নিজের ভাষা ও আচরণকে সংযত রাখাও জরুরি।

সবরের বৈশিষ্ট্যবিপদ-আপদে ধৈর্যধারণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো- সবর বা ধৈর্যধারণ বান্দার গোনাহ মাফের অন্যতম উপায়। বান্দা ধৈর্যধারণ করলে আল্লাহ তার গোনাহ ক্ষমা করে দেন। হাদিসে এসেছে-হজরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- 'আল্লাহ যখন কোনো বান্দার কল্যাণ চান তখন দুনিয়াতেই তাকে শাস্তি দেন। কিন্তু বান্দার অকল্যাণ চাইলে তিনি তার গোনাহের শাস্তি থেকে বিরত রেখে কেয়ামতের দিন তার যথার্থ প্রাপ্য দেন।' (তিরমিজি)

এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত ইসলামিক স্কলার ইমাম ইবনে তাইমিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, 'বিপদ-মুসিবত হল নেয়ামত। কারণ এতে গোনাহ মাফ হয়। বিপদে ধৈর্যধারণ করলে তার প্রতিদান পাওয়া যায়। বিপদে পড়লে আল্লাহর কাছে আরও বেশি রোনাজারি করতে হয়। তার কাছে আরও বেশি ধরণা দিতে হয়। আল্লাহর কাছে নিজের অভাব ও অসহায়ত্বের কথা তুলে ধরার প্রয়োজন হয়। সৃষ্টি জীব থেকে বিমুখ হয়ে এক আল্লাহর দিকে ফিরে আসতে হয়। যাবতীয় বিপদের মধ্যে এ রকম অনেক বড় বড় কল্যাণ নিহিত রয়েছে।'

মনে রাখা জরুরী ধৈর্যের পরিণতি প্রশংসনীয়। বান্দার বিপদ-আপদে যদি গোনাহ ক্ষমা হয়, পাপগুলো ঝড়ে যায় তবে মুমিন বান্দার জন্য এটা অনেক বড় নেয়ামত। আর বিপদ-মুসিবত যদি কোনো ব্যক্তির মধ্যে ধৈর্য ও আনুগত্য সৃষ্টি করে তবে এই মুসিবত তার জন্য দ্বীনের ক্ষেত্রে বিশাল নেয়ামতে পরিণত হয়।'

এ কারণেই মহান আল্লাহ তাআলা জীবনের সব কষ্ট ও বিপদাপদে নামাজ ও সবরের মাধ্যমে তাঁর কাছে সাহায্য চাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ, এতেই মানুষের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। ধৈর্যের পরিণতি প্রশংসনীয়।

আল্লাহ তাআলা মুমিনকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন

-يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِين

‘হে মুমিনগন! তোমরা ধৈর্য্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা ধৈর্য্যশীলদের সঙ্গে রয়েছেন।’ (সুরা বাকারা : আয়াত ১৫৩)

সুতরাং বান্দার বিপদ যত কঠিন ও বড় হবে তার প্রাপ্তিও তত বড় হবে। হাদিসে পাকে প্রিয় নবি এ কথা স্মরণ করিয়ে দিতে ঘোষণা করেন-‘বিপদ যত কঠিন হয় পুরস্কারও তত বড় হয়। আল্লাহ কোনো জাতিকে ভালবাসলে তাদেরকে পরীক্ষা করেন। সুতরাং যে তাতে সন্তুষ্ট থাকে আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান আর যে তাতে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে আল্লাহ তার উপর অসন্তুষ্ট হয়ে যান।’ (তিরমিজি)

দুঃখিত হবেন না : কেননা, আল্লাহ আপনাকে রক্ষা করছেন এবং ফেরেশতারা আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছেন। মু’মিনগণ প্রতি সালাতে তাদের দোয়ায় আপনাকে অংশীদার করছে (অর্থাৎ আপনার জন্য দোয়া করছে)। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈমানদারদের জন্য সুপারিশ করবেন। কুরআন মজীদ ভালো ভালো উপদেশে ভরা, সর্বোপরি পরম করুণাময়ের দয়াতো আছেই।

বিষন্ন হবেন না : নেক আমলকে দশগুণ এমননি সাতশতগুণ বা তারও বেশি বর্ধিত করা হবে। অপরপক্ষে যখন নাকি বদ আমলকে বর্ধিত করা বা গুণ করা হবে না এবং আপনার প্রভু তা ক্ষমা করেও দিতে পারেন। কতবারইনা আমরা আল্লাহর মহানুভবতা লক্ষ্য করেছি। এ মহানুভবতা, উদারতা ও দয়া অপ্রতিদ্বন্দী ও অতুলনীয়। অন্য কারোও বদান্যতা তার বদান্যতার এমনকি নিকটেও পৌছতে পারে না।

যদি আপনি আল্লাহর সাথে কোন শরীক না করেন, আপনি সত্য ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করেন বা দ্বীনে হক্কের উপর ঈমান রাখেন, আপনি যদি আল্লাহ ও তার রাসুলকে ভালোবাসেন তবে আপনার ভয়ের কোন কারণ নেই। যদি আপনি আপনার মন্দ কাজের জন্য অনুতাপ করেন এবং সওয়াবের কাজ করার পর যদি আপনার খুশি লাগে তাহলে আপনার দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। আপনার সাথে অনেক কল্যাণ আছে যা আপনি বুঝতে পারেন না।

নিচের হাদীসে যেমনটি আছে তেমনভাবে যদি আপনি আপনার জীবনের ভারসাম্যতা বজায় রাখতে পারেন তাহলে আপনার কোন ভয় নেই।

"মুমিনের অবস্থা কতইনা চমৎকার! তার সকল কাজই তার জন্য কল্যাণকর। ঈমানদার ছাড়া অন্য কারো জন্য এমনটি নয়। যদি সুখী হওয়ার মতো কিছু ঘটে তবে সে কৃতজ্ঞ হয়। আর এটা তার জন্য মঙ্গলজনক। আর যদি তিনি সমস্যা বা অভাব-অনটনে পড়েন তবে তিনি ধৈর্য ধরেন এবং এটা তার জন্য উপকারী।"

মন:ক্ষুণ হবেন না: দু:খ যাতনার সময় ধৈর্য ধারণ হলো সফলতা ও সুখের উপায়।

"এবং ধৈর্য ধরুন, আল্লাহর সাহায্য ছাড়া আপনার ধৈর্য ধরা সম্ভব নয়।" (১৬-সূরা আন নাহল: আয়াত-১২৭)

“অতএব, ধৈর্য ধরাই ভাল। আর তারা যা বলছে এর বিরুদ্ধে আল্লাহই সহায়ক।” (১২-সূরা ইউসুফ: আয়াত-১৮)

“সুতরাং তুমি ধৈর্য ধারণ কর উত্তম ধৈর্য।” (৭০-সূরা আল মাআরিজ: আয়াত-৫)

“তোমাদের উপরে শান্তি বর্ষিত হোক, কারণ, তোমরা ধৈর্য ধারণ করেছ।” (১৩-সূরা রাআদ: আয়াত-২৪)

“তোমার উপর যে বালা মুসিবত এসেছে বা আসবে তাতে ধৈর্য ধারণ কর এবং করিও।" (৩১-সূরা লোকমান: আয়াত-২৭)

“তোমরা ধৈর্য ধর এবং (তোমাদের শত্রুদের সাথে) ধৈর্যের প্রতিযোগিতা কর (অর্থাৎ তাদের চেয়েও বেশি ধৈর্য ধর) এবং যুদ্ধের জন্য সদা প্রস্তুত থাক বা যেখান থেকে শত্রু বাহিনী আক্রমণ করতে পারে সেখানে সৈন্য-বাহিনী স্থাপন করে তোমাদের অঞ্চলকে রক্ষা কর।” (৩-সূরা আলে ইমরান: আয়াত-২০০)

ওমর (রাঃ) বলেন : “ধৈর্যের মাধ্যমে আমরা সুন্দর জীবন লাভ করেছি।”

আহলে সুন্নতের বা সুন্নতের অনুসারী লোকদের বালা-মুসিবতের মুকাবিলার তিনটি উপায় আছে: ধৈর্য, দোয়া ও শুভ পরিণতির জন্য অপেক্ষা।

একজন কবি বলেছেন-

“আমরা তাদেরকে এক গ্লাস পানীয় পান করালাম, অনুরূপভাবে তারাও আমাদেরকে একগ্লাস পানীয় পান করাল। কিন্তু মৃত্যুমুখে আমরাই বেশি ধৈর্যশীল ছিলাম.”

একটি সহীহ হাদীসে আছে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

“মন্দ কথা শুনার পরে আল্লাহর চেয়ে বেশি ধৈর্যশীল অন্য কেহ নেই। তারা দাবি করে যে, আল্লাহর স্ত্রী-পুত্র-কন্যা আছে, তবুও আল্লাহ তাদেরকে সুস্থ রাখছেন ও রিযিক দিচ্ছেন।"

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন-

“আল্লাহ মূসা (আঃ)-এর উপর রহমত বর্ষণ করুন। (আমি যে পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছি) তিনি এর চেয়েও বেশি পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন।”

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন-

“যে ধৈর্য ধরে আল্লাহ তাকে অনবরত ধৈর্য ধরার জন্য অতিরিক্ত শক্তি প্রদান করবেন।”

একজন কবি বলেছেন-

“মর্যাদার পথে আমি হামাগুড়ি দিয়ে চললাম আর যারা আপ্রাণ চেষ্টা করেছে তারা এতে পৌছে গেছে।”

কঠোর পরিশ্রম করে, চেষ্টার সামান্য ত্রুটিও না করে অনেকে সেখানে পৌছার চেষ্টা করেছে, আর অধিকাংশরাই যাত্রা পথে বিরক্ত ও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আর তারা প্রকৃত মর্যাদার সাক্ষাৎ পেয়েছে এবং তারা ধৈর্যশীল। তুমি যে আপেল খাও মর্যাদাকে তা মনে করিওনা (অর্থাৎ মর্যাদা অর্জন করা আপেলের মত মজাদার বা সহজ নয়, বরং তা কষ্টসাধ্য। -অনুবাদক) ধৈর্য দ্বারা সমস্যাকে জয় করতে না পারলে তুমি মর্যাদা অর্জন করতে পারবে না।”

উচ্চতর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্বপ্ন ও কল্পনার মাধ্যমে অর্জিত হয় না; একমাত্র ত্যাগ ও দায়িত্ব পালনের মাধ্যমেই তা অর্জিত হতে পারে। মানুষেরা আপনার সাথে কতটা খারাপ আচরণ করল তাতে দুঃখ করবেন না। বরং তারা আল্লাহর সাথে কতটা খারাপ আচরণ করে। (আর আল্লাহ কতটা ধৈর্য ধরছেন) তা পর্যবেক্ষণ করে (ধৈর্য ধারণ করে) শিক্ষা গ্রহণ করুন।

ইমাম আহমদ (রহঃ) তার ‘কিতাবুয যুহদ’ বা ‘যুহদ’ নামক পুস্তকে একটি হাদীস বর্ণনা করেন-

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ বলেন-

“হে আদম সন্তান! তুমি বড়ই অদ্ভুত। আমি তোমাকে সৃষ্টি করেছি অথচ তুমি আমাকে বাদ দিয়ে অন্যের ইবাদত কর এবং আমি তোমাকে রিযিক দিলাম অথচ তুমি আমাকে বাদ দিয়ে অন্যের প্রশংসা কর। তোমাকে আমি নেয়ামত দিয়ে তোমার প্রতি আমার ভালবাসার প্রকাশ ঘটাই অথচ তোমার নিকট আমার কোন প্রয়োজন নেই। তুমি পাপ করে আমার অবাধ্যচারিতা করছ অথচ তুমি আমার নিকট ফকীর, অভাবী ও মুখাপেক্ষী! আমার কল্যাণ তোমার নিকট অবতীর্ণ হচ্ছে অথচ তোমার পাপ ও মন্দকার্য আমার দিকে উঠে আসছে।”

ঈসা (আঃ)-এর জীবনীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি আল্লাহর ইচ্ছায় ত্রিশটি রোগী ও অনেক অন্ধ লোককে আরোগ্য করেছিলেন। পরবর্তীতে তারা তার (বিরুদ্ধে) শত্রু হয়ে গিয়েছিল।

রিযিকের অভাবে বিষন্ন না হওয়া

যিনি রিযিক যোগান তিনি অবশ্যই আল্লাহ। তিনি নিজের উপর এটা বাধ্যতামূলক করে নিয়েছেন যে, তিনি তার বান্দাদের জন্য যে রিজিক লিখে রেখেছেন তা তিনি তাদের নিকট পৌছে দিবেন।

“এবং আকাশে আছে তোমাদের রিযিক ও যা কিছু তোমাদেরকে ওয়াদা করা হয়েছে তাও।” (৫১-সূরা আয যারিয়াত: আয়াত-২২)

সৃষ্টির রিযিক আল্লাহই যদি যোগিয়ে থাকেন তবে কেন মানুষকে তোষামোদ করা? তবে কেন অন্যের থেকে নিজের রিযিক পাওয়ার আশায় তার সামনে নিজেকে নীচু করতে হবে?

وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا

"এবং পৃথিবীতে যত প্রাণী আছে সবার রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহরই।" (১১-সূরা হুদ: আয়াত-৬)

"আল্লাহ মানুষের জন্য যে দয়ার ভাণ্ডার খুলে দেন তা কেউ রদ বা বন্ধ করতে পারবে না, আর যা তিনি (পাঠানো) বন্ধ করে দেন তারপর কেউ তা পাঠাতে পারবে না।" (৩৫-সূরা ফাতির: আয়াত-২)

দুশ্চিন্তা করবেন না

দুর্বিপাক সহ্য করাকে সহজ করার উপায় আছে। নিম্নে তার কয়েকটি উল্লেখ করা হলো-

১. মহান আল্লাহর কাছ থেকেই পুরস্কার ও প্রতিদান আশা করা : "শুধুমাত্র ধৈর্যশীলদেরকে তাদের পুরস্কার বেহিসাবে (অধিক পরিমাণে) দেয়া হবে।" (৩৯-সূরা আয যুমার: আয়াত-১০)

২. যারা দুর্দশাগ্রস্ত এবং একটু শান্ত্বনা পাবার আশায় আছে তাদেরকে দেখতে যাওয়া। এ হিসেবে আপনি অন্যান্য অনেকের চেয়ে অনেক ভালো আছেন।

একজন কবি বলেছেন-

“আমার চারিদিকে বহু বিলাপকারীরা যদি না থাকত যারা তাদের ভাইদের জন্য কান্না করে, তবে আমার নিজের জীবনটাই আমি নিজে ছিনিয়ে নিতাম।”

অতএব, আপনার চারদিকে যারা আছে তাদর দিকে লক্ষ্য করুন। এমন একজনও পাবেন না যাকে দুঃখ-অভাব-অনটন বা দুর্দশায় পেয়ে বসেনি।

অন্যদের তুলনায় আপনার পরীক্ষা সহজই

আপনি যদি একথা জেনে থাকেন যে, আপনার পরীক্ষা আপনার ধর্মীয় বিষয়ে নহে, বরং আপনার পার্থিব ব্যাপারে তবে সন্তুষ্ট থাকুন। যা ইতোমধ্যে ঘটে গেছে তা রদ করার জন্য কোন ছল-চাতুরীই কাজে লাগান যেতে পারে না। একজন কবি বলেছেন-

فاترك الحيلة في تحويلها * إنما الحيلة في ترك الحيل

“পরিস্থিতি বদলানোর জন্য কোন কৌশলই অবলম্বন করো না, কেননা, সব কৌশল ত্যাগ করাই হলো আসল কৌশল।” একথা বুঝার চেষ্টা করুন যে, আপনার জন্য কি ভালো আর কি ভালো না তা নির্ধারণ করার দায়িত্ব আল্লাহরই-

وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ

এমনও হতে পারে যে, তোমাদের যা কল্যাণকর তাই তোমরা অপছন্দ করছ।” (২-সূরা বাকারা: আয়াত-২১৬)

সংকটে বিচলিত না হওয়া

অভাব-অনটন, দুঃখ-কষ্ট ইত্যাদি আপনার আত্মাকে শক্তিশালী বা আপনার মনকে শক্ত করবে, এতে আপনার পাপ মাফ হবে এবং এটা আপনার অহংকার ও ঔদ্ধত্যকে দমন করতে সাহায্য করবে। আপনার স্মরণ হতে পারে যে, সঙ্কটের সময় আপনি বাজে কথা বাদ দিয়ে আল্লাহকে স্মরণ করেছেন। যখন আপনি দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছিলেন, অন্যেরা তখন আপনার দিকে ভ্রাতৃত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল এবং আপনি ধার্মিকদের দোয়ার বরকতে ধন্য হয়েছেন। এমন সময়ে আপনি স্বেচ্ছায় এবং বিনীতভাবে নিজেকে তার ইচ্ছা ও আদেশের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন।

দুঃখ-কষ্ট সতর্কতা বয়ে আনে এবং সঙ্কট কেবলি ব্যক্তিকে শয়তানের পথ অনুসরণ করার বিরুদ্ধে পূর্ব সতর্কতা যোগায়। যার উপর বিপদ এসেছে অথচ ধৈর্যের সাথে সাহসিকতা প্রদর্শন করতে পারে; তার অবস্থা তার মতো নয়- যে না-কি পার্থিব আমোদে মত্ত আছে, বরং তার অবস্থা তাকে তার প্রভুর সাথে সাক্ষাতের জন্য গুরুত্বপূর্ণভাবে প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য সহায়তা করে।

তিনি নিরপেক্ষভাবে এ দুনিয়াকে বিচার করে দেখতে সক্ষম এবং এভাবে তিনি জানতে পারেন যে, এটা এমন কিছু নয় যার দিকে ঝুঁকে পড়তে হবে বা যার লোভ করতে হবে। মাঝে মাঝে সঙ্কটের মোকাবেলায় প্রজ্ঞা ও কল্যাণ লাভ করা যায়। যদিও আমরা তা না বুঝতে পারি বা যদি তা আমাদের বুঝে নাও আসতে পারে তবুও তা নিশ্চিতভাবেই আছে এবং সমগ্র বিশ্বজগতের প্রতিপালকের তা জানা আছে।

আল্লাহ্ তায়া'লা বলেন,

সাহায্যের জন্য আমাকে মিনতিপূর্ণভাবে আহবান কর, তাহলেই আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব।" (৪০-সূরা আল মু'মিন: আয়াত-৬০)

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

"তোমরা তোমাদের প্রভুকে বিনীতভাবে ও গোপনে ডাক। তিনি সীমালঙ্ঘণকারীদের ভালোবাসেন না।" (৭-সূরা আল আ'রাফ: আয়াত-৫৫)

(লা তাহযান-হতাশ হবেননা বই থেকে নেয়া)

"দুখের পরে সুখ" পুস্তকের গ্রন্থকার একজন বিজ্ঞলোকের ঘটনা উল্লেখ করেছেন যিনি দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছিলেন। তাঁর ভাইয়েরা তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর ক্ষতির জন্য তাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করলেন। তিনি উত্তর দিলেন। ছয়টি উপাদানে আমি একটি ঔষধ বানিয়েছি। সে উপাদান ছয়টি কী তারা তাকে তা জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তর দিলেন-

১. সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর দৃঢ় ঈমান রাখা।

২. তকদীরে যা আছে তা অলজ্ঘনীয়ভাবে ঘটবে এই অলজ্ঘনীয় সত্য কথাকে মেনে নেয়া।

৩. দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তি ধৈর্যের সুফল পাবে, এর কোন বিকল্প নেই।

৪. ধৈর্য না ধরে আমি কী করতে পারি? একথার নিহিতার্থে অবিচল আস্থা রাখা।

৫. নিজেকে নিজে এ প্রশ্ন করা, "আমার নিজের ধ্বংস করার জন্য আমি কেন এক জন ইচ্ছুক ব্যক্তি হব?"

৬. একথা জানা যে, মুহুর্তেই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে মসিবত দূর হয়ে যায় বা যেতে পারে।

অন্যেরা যদি আপনার ক্ষতি করে বা আপনাকে যাতনা দেয় বা আপনি অত্যাচারিত হন অথবা অন্যের হিংসার শিকার হন তবে দুঃখ করবেন না।

শায়খুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তাইমিয়াহ (রহঃ) বলেছেন-

“মু’মিন ব্যক্তি ঝগড়াও করে না প্রতিশোধও নেয় না এবং অন্যের ছিদ্রান্বেষণও করে না অর্থাৎ অন্যের দোষও তালাশ করে না।” বাধা-বিপত্তি বা সমস্যার সম্মুখীন হলে হতাশ না হয়ে বরং সহ্য করুন ও ধৈর্য ধরুন।

একজন বিজ্ঞ লোক বলেছেন-

“হে সময়! তোমার নিকট যদি অবশিষ্ট কিছু (সময়) থাকে যা দিয়ে তুমি যোগ্য ও মর্যাদাবানদেরকে অপদস্ত কর। তবে তা তুমি আমাকে দাও।” অর্থাৎ হে সময়! তুমি যতই দীর্ঘ হও না কেন তোমার দীর্ঘতার চেয়ে আমার ধৈর্য অনেক বেশি। সুতরাং, তুমি আমার যোগ্যতার ও মর্যাদার হানি করতে পারবে না।

ধৈর্য হলো উদ্বিগ্নতার বিপরীত, ধৈর্য শান্তির ফল বহন করে। যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ধৈর্য ধরে না, পরিস্থিতির কারণে সে ধৈর্য ধরতে বাধ্য হয়।

আল মুতানাব্বি বলেছেন-

“সময় আমার উপর এতটাই সমস্যার (তীর) নিক্ষেপ করেছে যে, তীরে তীরে আমার হৃদয়ে আবরণ পড়ে গেছে এখন যখন আমি কোন তীর দ্বারা আক্রান্ত হই তখন আমি সমস্যার প্রতি ভ্রুক্ষেপ ছাড়াই বেঁচে আছি; কেননা, উদ্বিগ্ন হয়ে আমি লাভবান হয়নি।”

কেউ যদি আপনার কোন উপকার করতে অস্বীকৃতি জানায় অথবা আপনাকে যদি ভ্রুকুটি করা হয় অথবা কোন কৃপণ ব্যক্তি যদি আপনাকে ফিরিয়ে দেয় তবে ব্যাথাতুর হবেন না। যদি আপনি অন্যের কাছে কিছু চাওয়া থেকে বিরত থেকে নাকে খত দেয়ার অপমানের ঘাম বা লাঞ্ছনা থেকে বাঁচতে পারেন তবে বিশাল বাড়ি ও সুন্দর বাগানের চেয়ে কুঁড়ে ঘর বা তাবুই আপনার জন্য শ্রেয় এবং সেসব পার্থিব জিনিসের চেয়ে ভালো যা আপনাকে শুধু দুশ্চিন্তা ও অশান্তিই বয়ে এনে দেয়।

তীব্র মানসিক যাতনা রোগের মতোই, এটা শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত এর পূর্ণ মেয়াদকাল ধরে চলবে। আর যে নাকি এটাকে তাড়াতাড়ি দূর করে দিতে চায় সে প্রায়ই এটাকে বৃদ্ধি করে। দুর্দশাগ্রস্ত লোকের ধৈর্য ধরা বাধ্যতামূলক। তাকে অবশ্যই শান্তির আশায় থাকতে হবে। তাকে সালাত, প্রার্থনা ও ইবাদতে নাছোড়বান্দা হয়ে লেগে থাকতে হবে।

একটুখানি ভেবে দেখি

উমর (রাঃ) বলেছেন- “আমরা যে উত্তম জীবন লাভ করেছি তা ধৈর্যের মাধ্যমেই এসেছে।”

তিনি আরো বলেছেন- “আমরা যে উত্তম জীবনের অভিজ্ঞতা লাভ করেছি তা ধৈর্যের জীবন এবং ধৈর্য যদি মানুষ হতো তবে সে সবচেয়ে বেশি উদার হতো।”

আলী (রাঃ) বলেন- “বাস্তবিকই ঈমানের জন্য ধৈর্য হলো এমনটি যেমনটি নাকি দেহের জন্য মাথা। মাথা কাটা গেলে দেহ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়” অর্থাৎ ধৈর্য না থাকলে ঈমান বা বিশ্বাসও নষ্ট হয়ে যায়।

এরপর তিনি উচ্চস্বরে বলেছেন- “নিশ্চয়, যার ধৈর্য নেই তার ঈমানও নেই”

তিনি আরো বলেন- “ধৈর্য এমন এক বাহন যা কখনও হোচট খায় না।”

হাসান (রহঃ) বলেছেন- “ধৈর্য এমন এক কল্যাণের ভাণ্ডার যা আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে যোগ্য মনে করেন শুধুমাত্র তাকেই দান করেন।”

"মুমিনের জীবনপথের শুরুটা হয় বিপদ আর পরীক্ষা দিয়ে। এরপর আসে সবর ও তাওয়াক্কুলের সময়। কিন্তু মুমিনের শেষটা হয় আলোকিত, হেদায়াতের, বিজয়ের।"

— ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.)সূত্র: শিফাউল ইলাল

“জান্নাতের অসংখ্য খাজানার মধ্যে ধৈর্য একটি খাজানা। সম্মানিত বান্দা ছাড়া আল্লাহ কাউকে এটা দেন না।**”**

— ইমাম হাসান আল বসরী রাহিমাহুল্লাহ

[মাজমু আর-রাসায়িল, ৩/১৫২]

যেকোনো কঠিন বিপদে বিচলিত না হয়ে মহান আল্লাহর ওপর ভরসা করে ধৈর্য ধারণ করে তাকেই সব কিছু জানাই, তবেই দুনিয়াবি জীবনে শান্তি পরকালীন জীবনে মুক্তির পথ সুগমের মধ্য দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের কবল থেকে মুক্তি নিয়ে সাফল্যের স্বর্ণশিখরে পৌঁছতে পারব।